সংবাদ 013
তারিখ ... 26/6/82 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য

৩০ বছরে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ বেড়েছে। শিক্ষিত জনসংখ্যার হার একই সময়ের মধ্যে মাত্র শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগ বেড়েছে।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশী দাঁড়িয়েছে। সংখ্যাগত হিসেবে দেখতে গেলে এই সময়ে যদি মোট শিক্ষিতের সংখ্যা দ্বিগুণ হত, তাহলে বলা যেত জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষিতের হার স্থিতিশীল রয়েছে।

কিন্তু শতকরা হিসেবের মারপ্যাঁচে শিক্ষার হার শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিতের আনুপাতিক হার কমেছে এবং নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে।

উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। ১৯৫১ সালে জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি সাড়ে চার কোটি। ১৯৮১ সালের আদমশুমারিতে এই সংখ্যা ৯ কোটি ৬২ লাখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণভাবে হিসেবের সুবিধার জন্য যদি লোকসংখ্যা ৯ কোটি ধরে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় তাহলে ১৯৫১তে শতকরা শিক্ষিতের হার ১৮ ভাগ ধরে এবং বর্তমানে এই হার শতকরা ২২ ভাগও যদি অর্থাৎ তিরিশ বছরে জরিপে প্রদত্ত হিসেব অপেক্ষা শতকরা ১ ভাগ বাড়িয়ে ধরলেও দেখা যাবে যে, শিক্ষিতের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ৮১ লাখ এবং নিরক্ষরের সংখ্যা ৩ কোটি ৬৯ লাখ। অনুরূপভাবে ১৯৮১ সালে শিক্ষিতের সংখ্যা ১ কোটি ৯৮ লাখ অর্থাৎ ১৯৫১ সালের অনুপাতে দ্বিগুণের বেশি। এনিয়ে প্রচার করা চলে যে, তিরিশ বছরে শিক্ষিতের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু নিরক্ষরের সংখ্যাটা যদি দেখা যায় তবে উপরোক্ত হিসেব অনুযায়ী ১৯৮১ সালে নিরক্ষরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ২ লাখ। হারাহারি কিংবা শতকরা হিসেবে এই শুভঙ্করের ফাঁকি ধরা পড়ে না।

টাস্ক ফোর্সের রিপোর্টে এই সত্যটাই তুলে ধরা হয়েছে। এতদিন যাবৎ এই সত্যকে যথাযথভাবে উপস্থিত করা হয়নি। বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক স্টান্ট হিসেবে ১৯৮৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যে গণশিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, তা কার্যতঃ বয়স্ক শিক্ষার বই ছাপার মধ্যেই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকদের উদ্যোগী করে গণশিক্ষা কার্যক্রমের সাইনবোর্ড টানানো, প্রাথমিক শিক্ষকদের ঢাকায় ডেকে এনে তাঁদের দিয়ে শিক্ষাবিপ্লব করার সংকল্প ঘোষণা এবং তাঁরাও হাত তুলে সায় দিয়ে দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রামে ফিরে যাওয়ার পর কাজ কতটা এগিয়েছে তা আর এখন গোপন নেই। তখন এই নির্মম সত্য কথাটা কেউ বলেননি। এযাবৎকাল ঠিক যে কারণে নিরক্ষরতা দূর হয়নি সেই কারণগুলো এখনও বহাল তবিয়তেই রয়েছে। একই সাথে তার নিরসনের উদ্যোগ না নিলে সদিচ্ছা থাকলেও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান সফল হতে পারে না। দারিদ্র্য এবং তার জন্যই সস্তা কৃষি উপকরণ ও শ্রমশক্তি হিসেবে কৃষকরা নিজের ছেলেদের শৈশবেই মাঠের কাজে নিয়ে যায় কিংবা অন্যের ক্ষেতে মজুর হিসেবে কাজ করায়। শহরের নিঃস্ব বস্তিবাসী এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুরা চায়ের দোকানে, গ্যারেজে, দোকানে ইত্যাদি নানা কাজে নিয়োজিত থেকে যখন সংসারের আর্থিক সংস্থান করে কিংবা অনেক ক্ষেত্রে সংসারে একটি ক্ষুধার মুখ কমাতে সাহায্য করে, শিক্ষা তখন এদের নিকট বিলাসিতা বলে মনে হয়।

এর সাথে রাজনৈতিকভাবে দুর্নীতির প্রসার নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানেও দেখা গেছে। নৈশ স্কুলের বাতি একে একে নিভেছে মাস দুয়েক যেতে না যেতেই, বয়স্ক শিক্ষার বইর একটা বিপুল অংশ দোকানে ঠোঙ্গা আকারে সওদাভর্তি হয়ে যায় খদ্দেরের হাতে।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য যাদের ধরা হয়েছে, তারা সারা দিন খাটুনির পর পড়ার উৎসাহ হারিয়েছে কিংবা সাংসারিক সমস্যার জন্য শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসতে পারেনি। তাছাড়া যে দেশে শিশুদের বিরাট অংশ দারিদ্র্যের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম বছরেই স্কুল ছাড়তে শুরু করে, তাদের অগ্রজদেরও তো সেই সমস্যাই বড়। এর সাথে বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী মেলানোর কোন বাস্তব চিন্তাধারা ছিল না। ক্ষমতার আসনে বসে সরকারের পক্ষে সায় যোগাড় করা অসম্ভব নয় যেকোন কর্মসূচীতে। পাশার দান উল্টে গেলে দেখা গেল তারাই ভিড় জমিয়েছে বিপরীত মিছিলে। মিল একটা ছিল তা হল ক্ষমতার পেছনে গিয়ে জড়ো হওয়ার ঐতিহ্য। সাধারণ মানুষকে সচেতন করা কিংবা তাদের চেতনার স্তরের মূল্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা ছিল না।

তার উপর যেখানে শিশুদের শিক্ষাঙ্গনে ধরে রাখার ব্যবস্থা নেই, যারা ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে, সেখানে যাদের গড়ে আয়ুষ্কালের মাত্র ১০/১৫ বছর বাকী তাদের উপর এককভাবে জোর দেয়ার অর্থ হল এই স্বল্পস্থায়ী সাক্ষরসম্পন্ন লোকের পেছনে বিপুল নিরক্ষর বাহিনী জড়ো করা।

সুতরাং অতীতের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান ব্যর্থতার সমস্ত লক্ষণ নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিল।

প্রথম কাজ হলো শিশুদের প্রথম দুবছরের মধ্যে শতকরা ৪০ জনের স্কুল ত্যাগের কারণ দূর করতে হবে। চড়া দামে খাতাপত্র বই কিনে পড়াবার সঙ্গতি ক্রমেই আজকে সংকুচিত হচ্ছে। তাছাড়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর হাল কি তারও একটা জরিপ এই সাথে দরকার ছিল। অনেক স্কুল আছে নামেমাত্র; পড়াশুনা করার মত পরিবেশ ও উপকরণশূন্য। কোথাও শিক্ষকের অভাব, কোথাও বিদ্যায়তনের মাথার উপর চালা নেই। রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রকাশ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের ব্যবহার শিক্ষকদের মধ্যেও দুর্নীতি প্রসারে সাহায্য করেছে। অপরদিকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক পদ খালি রয়েছে। ঘন ঘন কাজের পদ্ধতির রদবদল, নতুন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ সার্বিকভাবে যে মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে, তাতে হতাশা দেখা দেয়। মুখে অবশ্য তারাও আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে নীতিবচন উচ্চারণ করেন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার সাক্ষাৎ মেলা ভার।

তাছাড়া, নিরক্ষরতা যেখানে এত ব্যাপক, দারিদ্র্য যখন নিঃস্বতার পর্যায়ে নেমে গেছে, সেখানে নিরক্ষরতা দূর করার কর্মসূচী কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া বাঞ্ছনীয়। এই সমস্যা টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে যে রূপরেখা দেয়া হয়েছে, সেখানে উপরোক্ত বাস্তবতা স্বীকার করা হয়েছে। বৃত্তির ব্যবস্থা এবং বৃত্তিমূলক কাজের সাথে শিক্ষার সমণ্বয়ের কথাটাকে তারা গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিক্ষার সাথে কাজের ভবিষ্যৎ সুযোগ সৃষ্টির সম্পর্ক না থাকলে দরিদ্র মানুষকে 'জ্ঞানই আনন্দ' এ ধরনের মহৎ ভাবধারায় উদ্দীপ্ত করা কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। দুঃখের বিষয় এসম্পর্কে আমাদের দেশে বৃটিশ আমলে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সংযোগ সেতু গঠনের পথের দিশা যিনি দিয়েছেন সেই মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর শিক্ষা সংক্রান্ত এ ধরনের পরিকল্পনার কথা আমরা অনেকেই জানি না। যদিও খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী আমাদের সুধী সমাজে অপরিচিত নন।

: দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে অস্থিরচিত্ততা এবং শিক্ষাপ্রসারে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে সমণ্বয়সাধন ব্যতীত শিক্ষার মত একটি জাতীয় সমস্যা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা এবং ধ্যান-ধারণায় কোন সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পারে না। গত ৩০ বছরে কোথাও যদি অগ্রগতি সামান্যতম হয়ে থাকে সেখানে জাতির কর্মোদ্যোগের ছাপ পড়েছে, শিক্ষাবিস্তারে বেসরকারী উদ্যোগের দিকটিও সেখানে উপেক্ষণীয় থাকেনি। কিন্তু যে ব্যর্থতা সাফল্যের এই ক্ষীণধারাকে বেগবতী হওয়ার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা শোচনীয়ভাবে অনুপস্থিত ছিল।

শিক্ষা সম্পর্কে গঠিত টাস্ক ফোর্সের জরিপ ও রিপোর্ট যে সত্য উচ্চারণে সাহসী হয়েছে, কার্যক্ষেত্রে তা থেকে নির্দেশ নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে সেই সাহসী মানসিকতার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা কি [illegible] জন্য প্রস্তুত?